যুগান্তর

তারিখ 14 DEC 2012
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

৯০ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী ৯ জানুয়ারি ঘোষণা দেবেন

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকায় সারাদেশের বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে ৯ জানুয়ারি। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তিনি ওই দিন তাদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দেবেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ওই সমাবেশটি করার চিন্তাভাবনা চলছে।

সমাবেশটি হওয়ার কথা ছিল ১০ নভেম্বর। কিন্তু অনুষ্ঠানটিকে সামনে রেখে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একটি অংশ সারাদেশে গণহারে চাঁদাবাজি করেছিল। সংশ্লিষ্টরা জানান, ওই সমিতির নেতারা সর্বনিম্ন ১২০ টাকা থেকে ১২শ' টাকা পর্যন্ত আদায় করে। এভাবে কয়েক কোটি টাকার ফান্ড তৈরি করতে সক্ষম হয় তারা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামে তারা চাঁদাবাজি করে। বিশেষ করে উপঢৌকন দেয়ার কথাটি তারা বেশি প্রচার করে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি ছচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

হচ্ছে : জাতীয়করণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গঠনে বাধ্য হয়। জানা গেছে, 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট' তদন্ত করে সেই রিপোর্টও জমা দেয়। তবে এনিয়ে গৃহীত পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানা যায়নি। সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি রহস্যজনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, মহাসমাবেশের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো সারসংক্ষেপ তারা এখনও হাতে পাননি। তবে জানতে পেরেছেন, ৯ জানুয়ারি মহাসমাবেশের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চাঁদাবাজির ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ব্যাপারে আর ফলোআপ করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, পেশাজীবী যে কোন সংগঠনের অনুষ্ঠানের খরচ তারাই বহন করে। উল্লেখ্য, যে সমিতি চাঁদাবাজি করেছিল তাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তার দহরমমহরম রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। যে কারণে অনেকটা ওপেনসিক্রেটই ছিল চাঁদাবাজির বিষয়টি। শুধু তাই নয়, এ কাজে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা অফিসারদের পর্যন্ত ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। রয়েছে চাঁদা না দিলে চাকরি জাতীয়করণ করা হবে না— এমন ভয়ভীতির অভিযোগও। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মনসুর আলীর চিঠি দেখিয়ে ভুলকে ক্যাটাগরির ওপরে রাখার নামে শিক্ষকপ্রতি বিভিন্ন অংকের টাকা আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, জাতীয়করণের জন্য বিবেচনাযোগ্য মোট ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয়ে বর্তমানে কর্মরত মোট শিক্ষক এক লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন। তবে শেষপর্যন্ত প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।